যা রে কাগজের নৌকো

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

দৃশ্যত

রাস্তা দিয়ে যেই যায়, খোলা জানলা, উঁকি মেরে দেখে–
কে একজন সারাক্ষণ গদি-আঁটা কাঠের চেয়ারে
টেবিলে দু-ঠ্যাং তুলে গালে হাত দিয়ে ব'সে থাকে।

চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, ভাঙা গাল, দেখতেও চোয়াড়ে,
মাঝখানে সামান্য ভুঁড়ি, যে রকম হয় ভারী ট্যাঁকে–
বেড়া ভেঙে ভাবনা ঢুকলে সম্ভবত দেয় সে খোঁয়াড়ে।

চোখে যদি চশমা থাকত, হাতে যদি ধরা থাকত বই
কিছুটা আন্দাজ করা যেত হয়তো লোকটার স্বভাব
বাইরে থেকে কে কী বুঝবে? কার সাধ্য পাবে তার থই?

গড়গড়ার নল হাতে থাকলে তবু দেখাত নবাব
পাছে ধরা প'ড়ে যায়, রাখে না সে কোথাও টিপসই
তবে কি নিজের সঙ্গে চলে তার সওয়াল জবাব?

সে খোঁজ রাখে না কেউ, লোকচক্ষে সে শুধু দৃশ্যই॥

BANGLADARSHAN.COM

জলে পড়া

এক হাঁটু জলে ছপাৎ ছপাৎ ক’রে লোকটা হাঁটছে
আর ভাবছে,
রাস্তায় জল দাঁড়াবে
এমন তো কথা ছিল না।

জল দাঁড়ালে
ভেতরের আরও অনেক কিছু চাপা পড়ে
এটা ওর খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ এক অদৃশ্য গর্তে পরক্ষণেই
ওর বোঝার ভুল
আর পায়ের হাড়
একই সঙ্গে ভেঙে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

আর ফুটপাতে ব’সে পড়ায়
ওর হাঁটুর জল
তৎক্ষণাৎ গলায় উঠে এল॥

আওনি বাওনি চাওনি

কাল গিয়েছে শিবের গাজন
আজকে হালখাতা
মহাজনের গদিতে কান–
ফোঁড়ানো শালপাতা।

দেয়ালে আঁকা বসুধারা
দুয়োরে আল্‌পনা
লক্ষ্মীর পা মাড়ায় কেটা
হ্যাদে, মোড়ল-পো না?

পোড়াকপালের বছর গেছে
কেটে
কখনও খরায় মাঠ গিয়েছে
ফেটে
কখনও বান নিয়েছে ধান
চেটে

ঘরের মানুষ ভুঁয়েতে শুয়ে
জ্বর গায়
আগ পড়েনি আখায়
আল্‌গা মুঠোয় ছটাক জমি
বর্গায়

হা রে রে রে রে রে
বর্গীর দল ফেরে

পা ধোয়ার জল তুলে রেখেছি গাড়ুতে
মিটবে ওদের ক্ষিধে বিষের নাড়ুতে

আওনি বাওনি চাওনি
দিনবদলের পালা এল
কালবোশেখির ঝড়ে

BANGLADARSHAN.COM

পুরনো ভিত নড়ে
আগুনের এই হল্‌কায় তার
আঁচ এখনও পাওনি?

BANGLADARSHAN.COM

যা রে কাগজের নৌকো

বদর বদর ব’লে, ও ভাই
নোঙর নিই তুলে
যা রে কাগজের নৌকো
হাওয়ায় হেলে দুলে

ক্ষীরনদীর কূলে নয়
কলুটোলার বাগে
ঢোলসমুদ্র রাস্তা রোখে
দমকলের আগে

মা-কালী কলকাত্তাওয়ালী
ঠন্‌ঠনের মোড়ে
জলে ডুবুক যে ঠোঁটকাটা
কলকাতাকে খোঁড়ে

BANGLADARSHAN.COM

বাজার বন্ধ, ট্রাম-বাস বন্ধ
পরোয়া নেই কিছুরই
এই বাদ্‌লায় জম্‌বে ভালো
মুসুরডালের খিচুড়ি

যা রে কাগজের নৌকো

সর্বনাশী এলোকেশী
চিলেকোঠার মাথায়
আলটাক্‌রায় শব্দ ক’রে
বিষম ভয় দেখায়

মেঘের গায়ে গা ঢেকে
কোন্ গুণিন্, হা রে
আঙুল মট্‌কায় চোখ মচ্‌কে
জল পড়ে আর
থেকে থেকে

বান মারে

যা রে কাগজের নৌকো

টেলিগ্রাফের তারে ঝোলে
ছেঁড়া ঘুড়ি
হাঁটুজলে পা ডুবিয়ে
গাছের গুঁড়ি

আজ বাদে কাল
বিশ্বকর্মা
বৈঠকখানায়
পৌঁছোয় ফর্মা

দালানকোঠা
বন্ধ ঝাঁপ
জলছবিতে
উল্টো ছাপ
কাগের ঠ্যাং আর
বগের ঠ্যাং
লিখে দিয়েছি–
ড্যাডাং ড্যাং

যা রে কাগজের নৌকো

২

টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর
বাজছে কারও পায়ের নূপুর

ও আমার বোন মেঘরাণী
হাত-পা ধুয়ে ফেলায় পানি

কলের সিঁড়ি চ’ড়ে
তাকে আন্ আদর ক’রে

যা রে কাগজের নৌকো

BANGLADARSHAN.COM

৩

পড়ে না কিছু মনে–

সেই যে কবে ঢেউয়ের দোলায়
সাগরমন্থনে
জলের বুকে জন্মেছিল
জীবন স্পন্দমান

বহুযুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল নেমে

আজও কি তাই ঋতুমতীর
তরঙ্গময় অঙ্গে
চন্দ্রকলার
অমোঘ সেই টান?

ও আমার চাঁদের আলো

মনে পড়ে না, মনে পড়ে না
মনে পড়ে না কিছু
যতই কেন ছুটে বেড়াই
হারানো সব দিনের পিছু পিছু

যখন আমি জন্ম নেব ব’লে
জল ভাঙছি, জল ভাঙছি,
জল ভাঙছি, জল

মা নিদারুণ ব্যথায় তখন
ক্লিষ্ট

মনে পড়ে না কেমন ক’রে
ল্যাজ খসিয়ে
হেঁটমুণ্ডে
হয়েছিলাম কী কুস্বরে
এই আমি ভূমিষ্ঠ

গভীর কোন্ অন্ধকার হয়েছ তুমি পার

BANGLADARSHAN.COM

বনগাঁবাসী মাসিপিসি
আজ ষেটেরা
থুৎকুড়ি দাও ছেলের বুকে
নজর না দেয় হিংসুটেরা

মাটির দোয়াত
খাগের কলম
বুড়ো বিধাতা
চোখে দেখে কম

আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি

মেঘ করছে গুড়গুড়
আকাশ বেজায় কালো
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে
ছেলে আছে ভালো?

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম
ঢেঁকিতে কোটে চিঁড়ে
দমাদ্দম পেটাতে পেটতে
কুলো গেছে ছিঁড়ে

তিলের নাড়ু ফুরিয়ে গেছে
বাতাসা তাও এই টুকু
বলি
খোকা, না খুকু

ঘুঘুসইয়ের দিন গিয়েছে
হাঁটি হাঁটি পা পা
দেয়াল ছেড়ে চৌকি থেকে
মেঝের ওপর লাফা

যাস্ নে গো তোরা যাস্নে ঘরের বাহিরে

ঝড় উঠল অগ্নিকোণে

ঝড় উঠল ঝড়
কচুর পাতায় নুন এনেছি
একটি আম পড়

অম্বুবাচী গেলে বাঁচি
হচ্ছে বৃষ্টি ছাড়ছে না
ফসল এ সন ভালো হবে
শোধ হবে সব ধারদেনা

উনুনে মোট আঁচ পড়েনি
হবে না আজ আন্না
ভিজে গায়ে মাটি-মায়ের
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে

৪

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টি পড়ছে? তবে তো এক্ষনি–
যেতে হবে রথের মেলায়।
যাবি তুই?
সঙ্গে গেলে তোকে দেব রথের পার্বনি।
হেঁটে যাব। রাজি?

নদী থাকলে, নৌকৌ থাকলে হত ভালো
তবে কি জানিস?
বদ্ধস্রোত
নদীতে এখন শুধু ঝাঁঝি।

আমি যাব খালি পায়ে, তুই জুতো প'রে,
কারণ তো জানিস–
জীবাণুরা ওৎ পেতে থাকে এ শহরে।
গণ্ডারের চামড়া গায়ে আছে
আমার হয় না কিছু
পেরেকে বা কাঁচে।

পাওয়া গেলে কিনে দেব তালপাতার ভেঁপু–
যাবি দাদু, যাবি?

চোখে ছানি, শুনি কম
একটা কান একেবারে কালা
নেই দম
ফোলানো বেলুন কিনি, নিজে আমি দিতে পারি নে ফুঁ।
তালপাতার ভেঁপু পেলে
আমার কানের কাছে মুখ এনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে
খুব জোরে একবার বাজাবি?

বৃষ্টি পড়ছে? তবে তো এক্ষনি
যেতে হয় রথের মেলায়।
আমি যাচ্ছি। তুই যাবি?

ভিজলে কারও হয় কিছু? ছাই হয়।
মা-বাবারা বলতে হয় বলে–
তাও শুধু নিজের ছেলেকে।
ভয় দেখায়, ভয়।

BANGLADARSHAN.COM

একটু শুধু মর্চে-পড়া, তা নয়ত–
দ্যাখ্ দাদু
আমার এ লোহার শরীর।
আমি জানি জাদু,
রোদ জল শীত গ্রীষ্ম সবই
আমার স্ববশ।

মা কেমন ছিল তোর জানি না ছোটোতে
যেরকম বকে তোকে সারা বেলা
মনে হয়,
বড্ডই মুখরা।
তবে তোর বাবাকে তো জানি–
ফেলে রেখে পরীক্ষার পড়া
খালি খেলা, খালি খেলা, সারাক্ষণ খেলা।

সেই তোর ডানপিটে দস্যি বাবা বড় হয়ে
আপিসে যাবার আগে রোজ
তোকে কিনা বলে–
খবর্দার, বেরোবে না জলে।

বড় হয়ে লোকে এত ভুলে যায়
নিজেদের ছেলেবেলাটাকে–
মাথাভর্তি টাকে হাত দিয়ে
ঢাকে, শুধু ঢাকে।

রথের মেলায় আমরা যাব ভিজে ভিজে
মজা হবে কী যে!
যখন ছিলাম আমি ঠিক তোর মতো
যতই ঝড়বৃষ্টি হোক
খেলা থাকলে বেরোতেই হত।
সারাটা দুপুর কাটত ছিপ হাতে বিলে।
ভিজে জামা, ভিজে জুতো
রোদ উঠলে গায়েই শুকুতো।
ছুটিটা মজায় কাটত ঠাকুর্দার কাছে
দেশের বাড়িতে।
বাবা লিখত: এ ক'রে।–না, সে ক'রে-না খালি।
ডুববে, সাপে কাটবে কিংবা করবে অসুখ-বিসুখ–
সব সময়
ভয়।
অন্ধকারে তুমি যদি দেখবে জোনাকি
হাতে কেউ লণ্ঠন নেয় নাকি?
ঝুঁকে পড়ে ইঁদারার জলে
দেখা যাবে কাকে?
কথা ব'লে জানবে না একবার
সে সেখানে থাকে?
নষ্টচন্দ্রে ফল চুরি করাই তো রীতি।
তাই ব'লে ছিলাম না অবুঝও

BANGLADARSHAN.COM

চাঁদসদাগর হয়ে দিতাম বাঁ-হাতে
মনসাকে পুজো।

ইয়া!
আমার মাথায় এক, দ্যাখ দাদু,
এসেছে আইডিয়া।
মা-র জন্যে কিনলে কিছু ফলফুলের চারা
গলে জল হয়ে যাবে
দেখিস বেচারা।

আর তোর বাবার জন্যে কী যে কেনা যায়
যা শেখাবে তাই শিখবে দাঁড়ে ব'সে
এমনি এক কথা-বলা পাখি,
নাকি
গলায় বগ্‌লস-দেওয়া লোম-অলা কুকুর
যারা হয় প্রভুভক্ত খুব।

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের সব সাজা
হয়ে যাবে
তাতেই মুকুব।

বৃষ্টি পড়ছে? তবে তো এক্ষনি
যেতে হয় রথের মেলায়।
কি রে তুই,
যাবি?

৫

আমি রইলাম প'ড়ে
অজলে অস্থলে
মনপবনে দেখ রে
ময়ূরপঙ্খী চলে

রওনা হয়ে
কাগজের নৌকো
আর ফেরেনি

বাড়ি মুখো
ভেসে গিয়েছে
আমার সৃষ্টি
চোখের কোণে
নামিয়ে বৃষ্টি॥

BANGLADARSHAN.COM

ছায়াপথ

মাঠ জুড়ে সারা বেলা
শুধু ঘুরে ঘুরে
ঠা-ঠা রোদ্দুরে
ভেঙেছি দু-পায়
শক্ত মাটির ঢেলা

মুখচোখহীন আকাট ছায়াটা
থেকেছে সঙ্গে ঠায়

হাতে পায়ে ধ'রে বলেছি, যা তুই–
মেরেছিও লাথিঝাঁটা
তবু মুখপোড়া
গায়ে মাখেনিকো কিছু

BANGLADARSHAN.COM

যতবার তাকে ক'রে দিয়ে খোঁড়া
পেছনে গিয়েছি ফেলে
মোড় ঘুরতেই
সে দেয়
সামনে নিজেকে ঠেলে

বেলা প'ড়ে এলে
মুখ দিয়ে নুড়ো জ্বেলে
তুলে মাটি থেকে
ফেলে দিই তাকে জলে

জলদর্পণে ঠেকে
দেখি সে বেহায়া
ছায়া
সশরীরে মাথা তোলে॥

ডোমকানা

বাড়ি ভুল ক’রে, কাঠ-কাঠ হাতে
হাততালি দিয়ে,
ঢোলক বাজাতে বাজাতে

‘ওগো মা, ও দিদি
খোঁকা দেখা না রে,
না জানি কী লেখা
কপালে লিখেছে বিধি–’

ব’লে কড়া নাড়ে

হেঁড়ে গলা, গাল-চড়ানো ক’জন
জন্মদুঃখী হিজ্‌ড়ে

হবি তো হ, থাকে সেইখানে একা
তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা
এক আঁটকুঁড়ো
বুড়ো

বেঁচে থেকে শেষবারের মতন
নিজেকে সে টেনে হিঁচ্‌ড়ে
এনে কোনোমতে দরজায়
দিয়েছিল তুলে হুড়কো

বাইরে জন্ম, ঘরে মৃত্যু ও জরা–
পথ ভুল ক’রে
মুখোমুখি দুই অন্ধ দুদিকে,
ডোমকানা দুই মূর্খ॥

BANGLADARSHAN.COM

যম-যমী সংবাদ

ও আমাকে হিংসে করত
কিছুটা বা ঘৃণা
কালের পুতুল হয়ে
আমি কিনা নিয়তি মানি না

যাতে আমি না পাই নাগালে
সমস্ত বাঞ্ছিত ফল
তুলে রেখে দিত মগডালে

দেখে যাতে ফেটে যায় বুক
দাঁড় করিয়ে আমাকে রাস্তায়
ফুটিয়ে জানলার কাঁচে সৌভাগ্যের মুখ
চকিতে সহসা
হানত দ্রুত বিদ্যুতের কশা

BANGLADARSHAN.COM

সে চেয়েছে বেঁধে দিতে
সমস্ত গতিবিধি
লক্ষ্মণের খড়ির গণ্ডিতে

আমি পা বাড়ালে
বরাবর কেড়েছে সে পা-রাখার জমি

দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসে
যম আর যমী
আমি আর আমার সময়

বেলাশেষে পা ছড়িয়ে
বসে পিঠোপিঠি
আমি খেলি বাঘবন্দী

ছানি-কাটা চোখে মোটা পরকলা পরিয়ে
সমবয়সী প্রতিদ্বন্দ্বী
বছরের বাহান্নটা তাসে খেলে

গাধা-পিঠোপিঠি।

BANGLADARSHAN.COM

হায়েনার হাসি

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে
বলেছিলাম
আমাকে বিরক্ত ক’রো না
এখন যাও

নাচতে নাচতে চ’লে গিয়েছিল

পেছন থেকে একদিন
অতর্কিতে চোখ টিপে ধরায়
হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রুক্ষ গলায়
কলমের গোড়ায় চোখ রেখে
বলেছিলাম
আমার সময় নেই, তুমি যাও

ছুটতে ছুটতে চ’লে গিয়েছিল

BANGLADARSHAN.COM

এখন আমি সমস্ত কাজ সেরে
হাতে অফুরন্ত সময় নিয়ে
পা ছড়িয়ে বসে রয়েছি
একই নাম
জপের মালায় কেবলই ঘুরছে
মন প’ড়ে আছে পেছনে

সামনে গাছের পাতা থেকে
সমানে জল প’ড়ে যাচ্ছে
দেয়ালঘড়িতে অবাধ্য
টিক্-টিক্-টিক্-টিক্ শব্দ
কপালে মিন্ মিন্ করছে ঘাম

পেছনে তাকালে হয়তো দেখব
কাগজের মতো সাদা হাড় নিয়ে

একটা পরিতৃপ্ত হায়েনা
হাসিমুখে
বেশ রসিয়ে রসিয়ে
শব্দ ক'রে জিভ চাটছে॥

BANGLADARSHAN.COM

ফিরি

ফেরির লঞ্চ ছাড়ে
জলে এখন
টান খুব

ব’সে রয়েছি পাড়ে
এক নদীথে দুবার
দেওয়া যায় না ডুব

কানের কাছে বাজছে ভোঁ
মন বলছে যাব যাব
যাওয়ার নেই জো

এখুনি ছিল, এই এখানে, সামনেই
যেই ফেলেছি পলক
আর নেই

BANGLADARSHAN.COM

হাতে চাবুক, ঘোড়ায় দেওয়া জিন
তর সয় না
আমাকে ফেলে চ’লে যাচ্ছে দিন

রাত এখুনি দেবে
অন্ধকারে ঝাঁপ
সকালবেলার পাপড়িতে আর চোখের
থাকবে জলছাপ

থলির ভেতর স্মৃতি
হাতড়াচ্ছে শব্দ গন্ধ ছবি
জানি না ঠিক সত্যি না আজগবি

কারো কপালে চাঁদের টিপ
সিঁদুরে মেঘ
রাঙানো কারো সিঁথি

হাওয়ায় ভেসে এল হঠাৎ
বাবার মাথার চুলের
জবাকুসুমের গন্ধ

কোথায় নদী কোথায় কী
সমস্তই ভেলকি
ঘরের দরজা বন্ধ

মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে রোদ গায়ে হলুদ দিয়ে...

BANGLADARSHAN.COM

ভয় দেখাই

যত দিন যায় রাস্তা ততই
ছোট হয়ে আসে।
এখন আমার দৌড় বলতে
বাড়ি থেকে বাজার
আর বাজার থেকে বাড়ি।

কুমড়োর ফালিগুলো
ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকায়
আমার নাকি চেহারা হয়ে যাচ্ছে
পোড়া কাঠের মতন।

মাঠে জল দাঁড়িয়ে,
হাড়ে এবার দুব্বো গজাবে।
এই নাও তোমার পাখির জন্যে
মুলো শাক
বেড়ালের জন্যে মাছের কাঁটা
কুকুরের জন্যে ছাঁট।

দেখনহাসি দিয়ে চাপা দিই
ঘাড়কোমরের বাতের ব্যথা।
পাশে একজন সাজোয়ান ভদ্রলোক
ঘুরে দাঁড়িয়ে কটমট ক'রে তাকায়।
দেখতে না পেয়ে
ঠেলাগাড়ির চাকায় পা মাড়িয়ে দিয়েছি।
লজ্জায় ম'রে যেতে যেতে বলি,
মাপ করবেন।

জলের ভেতর থেকে
চোখ বড় বড় ক'রে উঁকি দেয়
গুচ্ছে গুলেবেলে।

BANGLADARSHAN.COM

মড়ার মতো প’ড়ে থাকে কই,
মাঝে মাঝে মুখ ঝামটা দেয় শোল।

আ মর্, মিন্‌সে।

ঘাড় ফেরাই।
কেউ কিছু বলল আমাকে?

আলুর দোকানীর রাখঢাক নেই।
ক’দিন আপনাকে দেখিনি–
আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।
যে বয়েস
ভয় হয় কিনা, আপনিই বলুন?
নিশ্চয়, নিশ্চয়,

সারা জীবন কেঁচো হয়ে থেকে
এখন আমি দাপটে
সবাইকে ভয়ে তটস্থ করে রাখি॥

BANGLADARSHAN.COM

নিতে আসেনি

সেজেগুজে তৈরি হয়ে, কী যন্ত্রণা
বসে রয়েছি কখন থেকে
নিতে এল না

হাতে কোনো কাজ রাখিনি
টেবিল ধোয়ামোছা
ঘড়ির কাঁটায়
সারাক্ষণ খোঁচা

নিতে এল না
নিতে এল না

জানলা দিয়ে ঠিক্‌রে পড়ে
সূর্যাস্তের সোনা

BANGLADARSHAN.COM

নেভানো বিড়ি ছাইদানিতে প'ড়ে
সুখটানের ধোঁয়ায়
গিয়েছে ঘর ভ'রে

কাঁধের ঝোলা একবার নামাই
একবার তুলি
জুতোর ফিতে
বাঁধি খুলি

নিতে এল না
বৃথাই সাজসজ্জা

ঘরের বাইরে হঠাৎ যায় শোনা
কিসের শব্দ
মুহূর্তে কান খাড়া

ও কিছু নয়

ব’সে রয়েছি, ব’সেই আছি
গায়ে বসছে মাছি
বোবা দরজা

দাঁড়িয়ে থাকে সময়॥

BANGLADARSHAN.COM

যদি বলি

ভুল কি হয়
বলিই যদি
সাগর নয়–
নদী?

নয় কো নুন,
জলে কেবলি
জাগে নতুন
পলি।

নেই গলায়
কোনো ঘোষণা
ক্ষেতে ফলায়
সোনা।

BANGLADARSHAN.COM

সাগরময়
অন্তে যদি,
উৎসে হয়
নদী।

অগণ্যকে
সাগর বলি
লাবণ্যকে
পলি॥

ঘড়ির কাঁটায়

আমাদের আগাপাশতলায়
ঘড়ির কাঁটায় ছিন্নভিন্ন
এক রক্তাক্ত সময়।
পেছনে লুকিয়ে রাখা হাতে
কোলাকুলির জন্যে
মুখিয়ে আছে বাঘনখ।
কথার আড়ালে আবডালে
চেরা জিভে
হিস হিস করছে চোখটাটানো
হিংসে।

একটা গড়ানো বলের মধ্যে
টিক টিক করছে
সলতে জ্বালানো যে বিস্ফোরণ

BANGLADARSHAN.COM

তার বিষদাঁত না ভেঙে
আমার মুক্তি নেই॥

পাতালপ্রবেশের আগে

ফুটপাথের গায়ে লেপ্‌টে থেকে
ভয়ে তটস্থ্‌
দাঁতে-দাঁত-লাগা
ঝাঁঝরিতে

যেখানে হাইড্রাণ্ট-উপচানো
গঙ্গার জল
ফোকলা পুরুতের মতো
কেবলি ভুল উচ্চারণে
বিড়বিড় বিড়বিড় ক'রে
সমানে পড়ে চলছে
তর্পণের মন্ত্র

BANGLADARSHAN.COM

ঠিক সেইখানে টিপ্‌ ক'রে
আমার দু-আঙুলের টুস্কিতে ছুঁড়ে-ফেলা
সুখটান-দেওয়া জ্বলন্ত সিগারেটের মুখে
ছ্যাঁক-ক'রে-ওঠা
একটা হা-হতোস্মি
শব্দ

সারবন্দী ছাদের ফাঁকফোকরে
আঠা দিয়ে সাঁটা
লালনীল কাগজের টুকরোর মতো
গোধূলির আকাশ

রাস্তার এক নিরাশ্রয় মৃত্যুপথযাত্রীকে
ট্যাঁকে ক'রে
নির্মল-হৃদয়ে ছুটে-যাওয়া
গায়ে-মাছি-পিছ্‌লানো
সাদা রঙের
যীশু-তুমি পরম-দয়ালু

অ্যাম্বুলান্স

ভেতরে নজরবন্দী বাসনার
ওস্কানো আগুনে
ঝাঁপ দেবে ব’লে
শো-কেসের স্বচ্ছ কাঁচে
মাথা-খুঁড়ে মরা পতঙ্গের মতো
অগণিত চোখ

আধ-কপালে হওয়া পৃথিবীটাকে
একটা রমণীয় পরিণামের জন্য
মাথার ওপর
দাঁড় করিয়ে রেখে

পাতাল বরাবর
আমি নেমে চলেছি
এরপর আর কোথাও
ভূমিষ্ঠ হব ব’লে॥

BANGLADARSHAN.COM

পয়লা আষাঢ়ে

পানপাতাটা তোমার, বউ
এই হেতেরটা আমার।
তোমার সবই
আপ্‌গরজে আপনি হয়
আমারগুলোই
পিটিয়ে গড়ে কামার।

এই রঙটা তোমাকে টানে
এই রঙটা আমায়।
একটি তোমায় অবাধে ছোটায়
একটি আমায়
হাত দেখিয়ে থামায়।

BANGLADARSHAN.COM

গুচ্ছের ফুল দেখো, ও বউ
হাসছে তোমার খোঁপায়।
ফুলের মালা
কেবল আমার গলা জড়িয়ে
জানি না কেন কিসের জন্যে ফোঁপায়।

জানলা দাও, দরজা খোলো
কড়া নাড়ছে
বাইরে পয়লা আষাঢ়।
শুধু জ্বলুক একটি জোনাক
আমাদের এই
বাবুইপাখির বাসার॥

ঘরে না, বাইরে না

এক পক্ষে
তিন লক্ষ অক্ষৌহিণী
নারায়ণী সেনা–

প্রত্যেকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা
সংশপ্তক
ভয় কাকে বলে তা জানে না।
যে জন্যেই হোক
(এরাও কৃষ্ণেরই জীব!)
প্রাণ দেয় হেলায়।

দ্বারকায় ব'সে দুর্যোধন
চেটে নেয় জিভ–
আজ তার প্রাণে বড় সুখ।

BANGLADARSHAN.COM

অন্য পক্ষে
নিরস্ত্র একাকী
যুদ্ধপরাঙ্মুখ
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

ভূভারতে একালে কেবা কী
তাকালেই বোঝা যাবে।
বোঝা যাবে অর্জুন কী চায়
কেন কে
নক্ষত্রলোকে
দাঁতমুখ সমানে খিঁচায়।

হেঁকে আজ বলুক সবাই:
মানুষ আমার ভাই!
বন্ধ করো ভ্রাতৃযুদ্ধ,
যেন কেউ মানুষ মারে না–
ঘরে না, বাইরে না॥

দোহাই

হিপিপ্ হুরে, হিপিপ্ হুরে,
ঘিসিং!
বেঁধেছেন জোট, খুলেছেন জট
ত্রি সিং!

পেছন থেকে ভুল আর
করবেন না খুল্লার।

দোহাই, নিজের কল্পরাজ্যে
ঘিসিং
যেন না হন মিসিং॥

BANGLADARSHAN.COM

শতকিয়া

চলে গেছে একশত বর্ষের
বহুপ্রার্থিত সেইদিন।
ফুরোয়নি কাজ–

এখনও এ নয়
হাত ধুয়ে ফেলে বিদায় নেবার
সময়।

যদিও কণ্ঠ ক্ষীণ,
দুপায়ে নেইকো আগের ক্ষিপ্র গতি,
স্মৃতি তবু দেয় উস্‌কে চোখের জ্যোতি

খড়ির গণ্ডি যতবার মোছে
মনের শিকল যতবার ঘোচে
ততবার তাকে কেটে ছোট ছোট করে
কোটরে কোটরে

BANGLADARSHAN.COM

ঘরের ক্ষমতালিপ্সু, এবং
বাইরের শত্রুরা।

রক্তের রঙ
ত্রিবর্ণে বেঁধে রাখী
জয় ক'রে নেবে হাতে হাত দিয়ে

শান্তি মৈত্রী মুক্তির সব
অভ্রংলিহ চূড়া।

আকাশে আকাশে উড়ুক প্রাণের পাখি॥

চোখের মাথা খেয়ে

রয়েছি আমি চোখ বন্ধ ক’রে–

মুখের সামনে সকালবেলার কাগজ
দুহাত দিয়ে ধ’রে।

সব মুখস্থ, সবই আমার জানা।
স্বপ্ন নাকে খৎ দিচ্ছে,
ধুলোয় মুখ ঘষে
ছিন্ন-পাখা রক্ত-মাখা
কল্পনার ডানা।

গায়ে বসলে তাড়াই মাছি।
চোখ বন্ধ ক’রে
দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধ’রে আছি
বুকের কাছে সকালবেলার কাগজ।

BANGLADARSHAN.COM

ঘড়ির কাঁটায় ঘুরে যাচ্ছে রোজ
কবে কোথায়
কাগজে দেয় টিক
নাম সংখ্যা
সময় সন তারিখ।

চায়ের কাপে ধোঁয়া উঠছে
চোখের জল গড়ায়
শুধু এ পোড়া ঠোঁটে।

সব মুখস্থ, সবই আমার জানা।

ব’সে রয়েছি, চোখ বন্ধ
টের পাইনি আলগা মুঠো খুলে
পায়ের কাছে লোটে
কখন কাগজখানা।

মাথার ওপর সমস্তক্ষণ
খাঁড়া রয়েছে ঝুলে
মুখ লুকিয়ে মেঘে
খুনীরা আছে জেগে।

থেকেও চোখ কানা
কারণ, আমার সব মুখস্থ
সমস্তই জানা॥

BANGLADARSHAN.COM

সোজা নয়

চেনে বাঁধা থাকত কুকুল
চেন একবার খুললে
চোর বা সাধু যেই হোক সে
মাংস নিত খুবলে

যে ভাষাতেই করুক না সে
দিন রাত্তির ঘেউ ঘেউ
যার বোঝার সে ঠিকই বুঝত
ঘেঁষত নাকো কাছে কেউ

কেউ জানে কোন্ গোত্রের
কোথায় আদি নিবাস তার
বাড়ির গিন্নী ভাঙতে চান না
কুকুরটি তাঁর রাস্তার

BANGLADARSHAN.COM

কুকুরের নাম কুকুল হলেও
নামটাই যা রুশ
নইলে তার গায়ের রঙটা
এক্কেবারে আবলুশ

চোখ বুঁজল কুকুল যেদিন
গিন্নী-মার কোলে
ব'সে সবাই যার যা আছে
স্মৃতির ঝাঁপি খোলে

চোদ্দ বছর একসঙ্গে
ব্যাপারটা নয় সোজা
কে যে কাকে রেখেছিল
শক্ত হয় বোঝা॥

এক দুই তিন

এক তাল দুই তাল তিন তাল
সাম্‌লিয়ে সুম্‌লিয়ে!
পড়েছে যা দিনকাল

এক টুক দুই টুক তিন টুক
ভাগ করে পিঠে খায়
কালনেমি হিংসুক

এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক
পরমাণু-ব্রহ্মের
তাক্ তাক্ ধিন্ তাক্

এক ডুব দুই ডুব তিন ডুব দিয়ে
যম দেখে কালসাপ
নেয় তার চোখ খুব্‌লিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

বদলাচ্ছে দিন

দুনিয়া ছিল কাল যেখানে
আজ আর–
সেখানে নেই।

বদ্ধ স্রোতে ঢল নেমেছে
কূল-ছাপানো
বন্যার।

সামনেই
ভেসে যাচ্ছে রক্তে-জমাট
নিষ্ঠুরতার জবরদস্ত স্মৃতি।

খুলে যাচ্ছে দরজা জানলা
বন্ধ কপাট
সবার জন্যে শুভেচ্ছা-সম্প্রীতি।

BANGLADARSHAN.COM

মাটি-কাঁপছে, পায়ের নিচে
তোলপাড়।
রসাতলের হাঁ-মুখ থেকে
পিছিয়ে এলে বুঝিয়ে দেবে
সবার ওপর আজ সত্য
মনুষ্যত্ব।

নিজেকে খুব শেয়ানা ভেবে
উঁচিয়ে ধ'রে সঙ্গিন
অবিশ্বাসীর হাসি হাসছে
বেকুব।

বদলে যাচ্ছে দিন
জানে না সে, এক নদীতে দুবার
দেওয়া যায় না ডুব॥

আন্না আখমাতোভা-কে

আলেকজান্দার ব্লক

হিস্পানী শাল ভালো ক’রে টেনে দিয়ে
কাঁধের দুপাশে, অলস উদাস চোখে
খোঁপায় গুঁজলে একটি রক্তগোলাপ
রূপে অনন্যা
দারুণ রূপসী বলবে তোমায় লোকে।

খ’সে পড়ে যাবে মেঝেতে রক্তগোলাপ
জড়োসড়ো হয়ে যখনই বাছার গায়
ঢেকে দেবে তুমি ফুল-তোলা সেই শাল
রূপে সাধারণ ব’লে ওরা দেবে রায়।

লোকে চারপাশে বলুক যার যা খুশি
ভাসা-ভাসা সব, যেটুকুও যায় কানে
নিজেই নিজের মনে আওড়াবে তুমি
ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ গভীর ধ্যানে;

‘অনন্যা যদি নাও হই, নই সাধারণ
সে নাই পুঁছুক খুব যার কাছে কিছু নয়–
এটুকু বোঝার ক্ষমতা রয়েছে ঘটে;
এ জীবন জুড়ে থাকে যা, সে শুধু ভয়॥

BANGLADARSHAN.COM

আহা রে

বেড়াতে তিনি যেতেন নিত্য
কমলে বায়ু বাড়ত পিত্ত
ছিল না রুচি আহারে

মাথার চুল যতই শাসাক
এ বয়সেও পোশাক আশাক
পরতেন বেশ বাহারে

ক’দিন আগে সাজিয়ে কুঁজোয়
ফোটানো জল, বোঝেননি ঠিক
পেশিতে ব্যথা, না হাড়ে?

ফিরেই গেলেন রেসকোর্সে
চেঁচালেন খুব ফুল ফোর্সে
ঘোড়াটি তাঁর না হারে

BANGLADARSHAN.COM

কখন যে হয় কার কী ফন্দী
কাঁচের গাড়ির খাঁচায় বন্দী
তিনিই নাকি? আহা রে!

মজা দেখ

পুতিগন্ধ ঢেকে দিচ্ছে ধূপ
সমস্ত ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার
হয় যাতে। ভয়ে সব চুপ।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ। কার
হাতে আছে রঙের তুরুপ?
দু পক্ষেই তা নিয়ে হুঙ্কার।

যৌবনকে ছেঁকে ধরছে জরা,
চাহিদার একমাত্র যোগান
জনপদে ভোটের পসরা।

সততার ভেক ধরে ভান।
দাঁড় করিয়ে পুতুল মুখরা
দুশমন ছুরিতে দেয় শান।

BANGLADARSHAN.COM

মজা লোটে বান আর খরা॥

রাজভিখারী

ধুনোর গন্ধে ঢেকে চারিধার
জাল বুনে মায়াকুহকে
ধূপের ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার ক'রে
লাগায় ধন্ধ দুচোখে।

হাটে মাঠে রটে মোসাহেবদের
সভায় খেউড়খিস্তি
সাধু সেজে রাজাসাহেব স্বয়ং
বড়ে ঠেলে হাঁকে কিস্তি।

নামাবলী গায়ে দিয়ে মন্দিরে
ঘণ্টা নাড়েন পূজারী
নায়েবমুন্‌শী খাসতালুকের
খিঁচে নেয় মালগুজারী।

BANGLADARSHAN.COM

সমানে ডান-বাঁ কলকাঠি নাড়া
চলেছে সব্যসাচীর
কামানের মুখে মাটি টলমল
ভাঙছে দুর্গপ্রাচীর।

মন্থরাদের কুমন্ত্রণায়
ভেকধারী রাজভিখারী
আগাছার জঙ্গল মাথা তোলে
মুখ টিপে হাসে শিকারী॥

বগাফোঁস

দাঁত নড়ছে, কোমর ভাঙা,
চোখে পড়েছে ছানি
মর্চে-ধরা অস্ত্রে আজ
হালে পায় না পানি

অন্ধকারে ছুঁড়ছে ঢিল
হাটে ভাঙছে হাঁড়ি
খাচ্ছে টোপ, গিলছে কই?
সমস্যাটা ভারী–

চাকে জমেছে মধু
ঢাকে পড়েছে কাঠি
দেখ জাদু, ভানুমতীর
কেমন ধোঁকার টাটি

BANGLADARSHAN.COM

নন্দঘোষের শক্ত ঘাড়ে
চাপিয়ে সব দোষ
বুড়োধাড়িরা ক'রে চলেছে
সমানে বগাফোঁস॥

এসো হে

আমাকে চিনবে না।
অনেকটা রাস্তা উজিয়ে
আজ এই পড়ন্ত বেলায়
আমি আসছি।

মাথাভর্তি মাঠ ভাঙা ধুলো,
দুটো পা-য়
কাঁটায় কাটাছেঁড়ার দাগ।

বলি, চেনা লোকেরা সব
গেল কোথায় গা?

গোধূলির শূন্য দাওয়ায়
এমন কেউ নেই
যে তার মুখ ঘোমটায় ঢেকে
পিঁড়ি পেতে দেয়,
কনুই ছুঁয়ে এগিয়ে দেয়
এক ঘটি তৃষ্ণার জল।

উঠোনে খেলে বেড়ায়
একা একা
হাতের লাঠির ঠক ঠক
আর গাছের পাতার
টুপটাপ শব্দ।

কই, এসো হে–

ঘরে-ফেরা পাখির কলরবে,
দূরাগত শাঁখের আওয়াজে
দিনাবসানের আজানে

BANGLADARSHAN.COM

আমার সেই ডাক
আর কাউকে না পেয়ে
মাথা নিচু ক’রে
আবার আমার কাছেই ফিরে আসে॥

BANGLADARSHAN.COM

ভগ্নদূত

আমি চোখ বন্ধ করে আছি

মুঠো-করা দুটো হাতের মাঝখানে
সামনে
হাট ক'রে খোলা

কালি মেখে
মুখ চুন ক'রে থাকা
ভগ্নদূতের মতো
আজকের কাগজ

আমি চোখ বন্ধ ক'রে আছি

একবারও না তাকিয়ে
পাখি-পড়ার মতো ক'রে
আমি ব'লে যেতে পারি

BANGLADARSHAN.COM

কে কী কেন কোথায় কেমন ক'রে
পাতায় পাতায় হেঁটে চলেছে
কারো গর্দান নেবে ব'লে

শকুনের মুখে হাসি ফুটিয়ে
নতুন কার
লাশ পড়বে ভাগাড়ে

আমি চোখ বন্ধ ক'রে আছি

যখন ভগ্নদূতকে আড়াল ক'রে
সামনে এসে দাঁড়াবে
রুদ্রের দক্ষিণ মুখ

সজোরে
চোখের পাতা খুলে

শুধু তথাই আমি তাকাব॥

ঘরের বাইরে, বাইরের ঘরে

ঘরের বাইরে, বাইরের ঘরে
শিশিরে শ্রাবণে
জলবৃষ্টিতে তুফানে ও ঝড়ে
সভায় বা নির্জনে

স্বচ্ছন্দে যে নিজের জন্যে পারে
ঘর বেঁধে নিতে
বটের ঝুরিতে
আলোয় অন্ধকারে

পান্থপাদপে
ভ'রে যাবে মরুভূমি
ফল্গুধারায় আপনাকে দেবে সঁপে
তার কাছে মৌসুমী॥

BANGLADARSHAN.COM

দে-দোল

অবনী আছো? অবনী আছো? অবনী?
অবনী আছে?
অবনী নেই?
অবনী?

চুনবালির মূকবধির দেয়াল ছেড়ে
নিরুত্তর ধ্বনি
স্খলিত পায়ে টল্‌তে টল্‌তে ফেরে

স্মৃতিবিধুর পাষাণভাঙা পথে
নিঃশব্দে নিঃসঙ্গ একা
বিফল মনোরথে

চেয়ারগুলো টেবিলে-তোলা
মেঝের ওপর ছেঁড়া কাগজ
দরজা খোলা
চায়ের দোকান ফাঁকা

ঘরের কোণে দাঁড় করানো নিশান
আঠার-ভাঁড় কালির-কৌটো চাটাই
দেশলাইয়ের খোল
সিগারেটের ছাই
স্মৃতিকে দেয় দে-দোল

আগুন সাক্ষী
শূন্য পকেট
জীবনকে দেয় ভেট
কখনও বনে কখনও যৌবনে
কখনও রণে কখনও বা মরণে
মলাট ছেঁড়া বইয়ের পোকাগুলো

BANGLADARSHAN.COM

ধুলোমুঠিকে করেছে সোনা
সোনামুঠিকে ধুলো

আজ তো সব গাছের থেকে পড়া
কোঁচড়ে ভরা
শুধুই পাওয়া এবং শুধু নেওয়া
সবুরে ফলে মেওয়া

চোখে যাদের দেখেছিলাম
আলাদিনের আলো
দীনদরিদ্র বন্ধুরা সব
অখ্যাত নাম
তারা কোথায় গেল?

বুকের মধ্যে ছিল যাদের ভালোবাসার খনি?

অবনী আছো? অবনী আছো? অবনী?
অবনী আছে?
অবনী নেই?
অবনী?

BANGLADARSHAN.COM

সপ্তাহ প্রতিদিনই

শিব নেই। ছি! ছি!

সেই দুঃখে
দক্ষযজ্ঞে
যাননি দধীচি।

বৃত্রাসুর হানা দিলে
স্বর্গচ্যুত
হল দেবতারা–
খোদ ইন্দ্র রণে ভঙ্গ দেন।

তখন দধীচি ছাড়া
দেবগণ
অনন্য উপায়।

BANGLADARSHAN.COM

দধীচি দিলেন প্রাণ
তবে দেবতারা পায়
তাঁর অস্থি থেকে
বৃত্রনিধনের বজ্র–

যাঁর জন্ম
একদা শান্তির গর্ভে
অথর্ব মুনির ঔরসে

এবং প্রেমের গর্বে
সারস্বত পুত্রের পিতা যিনি।

বিনা নামে বিনা অর্থে
বিনা যশে
সে বজ্র বানিয়ে যায়
নিজের অস্থিতে

নেপথ্যে

সপ্তাহ

প্রতিদিনই॥

BANGLADARSHAN.COM

অনেকের গান

১

দেখ, দেখ দিন বদ্‌লায়–
ও আমার দেশের ভাই,
পুব আকাশে রং ধরেছে
আলো আসে, আঁধার যায়।

চোখ মেলো,
ও শহীদের মা,
ও বাছা, ও প্রিয়তমা।
যে খুনী সে পায় না ক্ষমা
রক্তের ধার আছে জমা
লক্ষ হাত আজ নখে ধার দেয়।
দেখো, দেখো...

BANGLADARSHAN.COM

স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল গানে গানে গল্পে গাথায়
ফোটে আজ কী বিচিত্র রঙ ফুলে ফলে পাতায় পাতায়
জাগো, জাগো, দেখ মা গো
কলের মজুর ক্ষেতের কিষাণ
শিকল ভাঙে, ওড়ায় নিশান
জগৎ জুড়ে নতুন বিধান
কোটি কণ্ঠে জীবনের গান গায়।
দেখ, দেখ...

২

কাজে কথায় সমান হ' ভাই
ডাক দিয়েছে গুরুর গুরু
লম্বা চওড়া বলিস কী ছাই
কর্‌ এখনই যজ্ঞ শুরু।
গর্জে শুধু, বর্ষে না যে
লাগে না সে কোনো কাজে
যাত্রাতেই বা ভীমের সাজে

ভাঙে দুর্যোধনের ঊরু।
ডাক দিয়েছে...

মুক্তধারায় বাঁধ দিলে তো বিজ্‌লি পাবে
লাগাম ছাড়ো, অশ্বমেধের ঘোড়া যাবে।
যেখানে হয় সবাই সমান
সবার জন্যে সকলের টান
সেখানে হাত আপনি বাড়ান
আল্লা হরি মারাংবুরু।
ডাক দিয়েছে...

BANGLADARSHAN.COM

হে তরঙ্গরাশি! সুপ্রভাত

পারভেজ শহীদী

অসহায়তার কোলে মাথা গুঁজে নিদ্রিত ছিল মহাচীন।
বসন্ত শ্বাসরুদ্ধ সেদিন ধ্বংসের নাগপাশে
বাগানে বাগানে ফুলের সুরভি হা-হুতাশ ক'রে ফেরে
নিঃশব্দের বুকের পাঁজরে গুম্‌রিয়ে মরে গান
সকালের মুখ ঢাকা পড়ে অমানিশার অন্ধকারে।
শুধু ইয়াংসি নদীতে সেদিন
উঠেছিল জ'মে উত্তাল এক জোয়ার;
সে জোয়ার ক্রমে
মাও সে-তুঙের বিপ্লবে নিল রূপ
বহু স্রোত এসে মিশে গেল এক অপরূপ কল্লোলে।

২

BANGLADARSHAN.COM

ইয়াংসি নদীতরঙ্গ হ'ল ভল্গার হাতে বীণা
উছল সেই জলকলতান মিলে গেল মহাকালের মুখর গানে
ইয়াংসির সেই জলকল্লোলে ধূলিধূসরিত স্বপ্ন ছড়াল পাখা
ইয়াংসির সে আরক্ত ঢেউয়ে নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ সুর বাজে
জীবননৃত্য ইয়াংসির সে ঘূর্ণীতে ফেলে ছায়া
যার যা প্রশ্ন, নদীতরঙ্গে তার যথাযথ উত্তর পাওয়া গেল।
আজ ইয়াংসি নদীতে এ-যুগ দৃষ্টি বদল করে
ট্রুম্যানের দেওয়া চিয়াঙের ডিঙি ডুবে গেছে এরি জলে।

৩

ট্রুম্যানের দেওয়া চিয়াঙের ডিঙি ডুবে গেল, ডুবে গেল,
ট্রুম্যানি দোস্তি হালে পেল নাকো পানি
অত্যাচারীর সমাজকে আজ মৃত্যুই তার গণ্ডুষে পাণ করে
মাথা নুয়ে পড়া জনতা গর্বে বুক টান ক'রে দাঁড়ায়
হিংস্র শাদা ঝটিকারা যত সাজসজ্জাই করুক
হাজার অস্ত্র হাতে ওৎ পেতে দাঁড়াক না বোম্বেটে
জনতার ডিঙি থামেনি, চলেছে আগে–

ক্ষুব্ধ দাঁড়ের টানে টানে তার যত আবর্ত বুদ্বুদ হয়ে গতিপথে গেছে মিশে।

৪

ঝম্-ঝম্-ঝম্ ডলার আহা, ঝন্-ঝন্-ঝন্ অস্ত্রের ঝড়ঝঞ্ঝা!
সোনাচাঁদির ষড়যন্ত্র! কল্‌জে-ছেঁড়া প্রাণ-উচাটন মন্ত্র!
চোখ রাঙানি, রোয়াব কিবা! ধমক, লম্ফ ঝম্ফ
পাঁয়তারা আর কেরামতি! বাঘা-মারা টিপ হায় রে!

আজও প্রত্যেকটি ঠোঁটে, আজও নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
জেগে আছে শুক্‌নো ক্ষত।
রক্তে আর কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল
সবুজ, উদ্ভিন্ন যৌবন
উষ্ণ রক্তে ডুব দিয়ে উঠে উদ্দীপিত হ'ল জীবন।

৫

জিম্ ক্রো-র সব চালই বেচাল
মাঠে মারা গেল জন্ বুলের জারিজুরি
শ্বেতাঙ্গ পেটমোটাদের চাঁদিপেটানো ধ্বংসের কারবার
টিক্‌ল না আর চীনের মাটিতে।
জনতাকে সামনে দেখে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল
চিয়াঙের বর্বরতা।
বজ্রগর্ভ মেঘের মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল শ্রম
শত্রুর হাঁকডাক আষাঢ়ে গল্প হয়ে মিলিয়ে গেল
কেননা মৃত্যুই যোগায় জীবনের হাতে অস্ত্র।

৬

সারা চীন আজ নবজীবনের সুরলোক
যৌবনমণ্ডিত শ্রমের মহিমান্বিত লীলাক্ষেত্র
স্ফীত, উৎক্ষিপ্ত সেখানে প্রত্যেকটি তাজা বুক
কুতূহলী প্রত্যেকটি চোখ, ভালোবাসায় ভরা প্রত্যেকটি হৃদয়
যেখানেই তাকাও দেখবে আরক্তিম আভা
যেখানেই যাও বসন্ত।
কোটি কোটি পোড়-খাওয়া হৃদয়ের স্পন্দনে জেগে উঠছে সুর
ধানজমি আর বিশাল সরোবর

BANGLADARSHAN.COM

ভরে উঠছে সোহাগে।

৭

নাচ আর গানের যে জগৎ, তার মাঝখান দিয়ে গেছে জীবনের পথ
নতুন সাজঘরে সাজাচ্ছে নিজেকে জীবন
সবুজ ফসলের মাঠে মাঠে অঙ্কুরিত জীবন
নতুন সকালের লাল আভায় উদ্ভাসিত, আরক্তিম জীবন
আনন্দ দিয়ে ভ'রে নিচ্ছে তার আঁচল।
চোখে তার ধনুর্বাণ, নিঃশ্বাসে দড়ির ফাঁস
মৃত্যুকেও আজ সে মৃগয়া করে।
লোকপ্রিয় সরকার আজ আশার আনন্দধাম।

৮

নববধূ শান্তির হাতের লাল কাঁকনের রিণি রিণি শব্দ শোনো
বাজুবন্ধে তার মুখরিত লাবণ্যগাথা
কামনার উদ্যান ভুর ভুর করছে তার মিষ্টি গন্ধে
সিঁথিতে পুজোয় বসেছে ছায়াপথ।
আকাঙ্ক্ষা তার একাগ্র আর যৌবনোদীপ্ত অভিলাষ
অসঙ্কোচ চিরবসন্ত তার শোভা
জিম্ ক্রো-র চক্রান্তে বিহ্বল হবে না সে
শান্তির সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখবে
ভার নিয়েছে জনসাধারণ।

৯

বদ্‌লে যাচ্ছে এশিয়ার শোকাবহ অবস্থা
বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা দিয়ে এশিয়া ক্ষালন করছে তার পাপ
সেনাদলে নাম লিখছে তার নতুন উদ্যম
প্রাণোচ্ছল হাসি হয়ে ফুটে উঠছে তার দীর্ঘশ্বাস
এশিয়ার মাটিতে টলোমল সিংহাসন সাম্রাজ্যবাদের
চীনের রাস্তা দেখতে দেখতে গোটা মহাদেশেরই রাস্তা হয়ে উঠল।
যদিও পথে পদে পদে আছে বিপজ্জনক বাঁক
তবু বিপ্লবই শান্তিরক্ষার উপায়।

BANGLADARSHAN.COM

১০

এই জরাজীর্ণ সমাজকে জাহান্নমে পাঠাবে যৌবন
প'চে-যাওয়া প্রাচীনত্বের ঠাঁই হবে না এশিয়ায়
বিতাড়িত অন্ধকার সাহস পাবে না ফিরে আসতে
নতুন সকালের মাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত হবে নতুন বাগান
নতুন বসন্তের সুরে সুর মেলাবে বাতাস
গেয়ে যাবে, তারা গেয়ে যাবে আর সমস্ত চরাচর ঝঙ্কৃত হবে সেই গানে
চেতনা আরক্ত আজ, চোখ মদির আজ
পদচিহ্নের লাল আলোয় আরক্তিম আজ সারা পথ।

১১

অতীত বিদ্রোহের ঐতিহ্য আজও তাজা
স্মৃতির মধ্যে আজও তাজা আমাদের বলিষ্ঠ আশা
সে সব নাম, সে সব ইতিবৃত্ত আজও আমাদের জাগায়
যৌবনের রক্তে লেখা সেই ইতিহাস আজও মৃত্যুহীন
যৌবনোদ্দীপ্ত আমাদের বুদ্ধি, যৌবনোদ্দীপ্ত আমাদের হৃদয়
আর যৌবনোদ্দীপ্ত আমাদের শ্রম
শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের ঢেউ তুলে
জনতা দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে।

BANGLADARSHAN.COM

১২

সেই একই যাত্রায় চলেছি আমরা, সেই একই মিছিলে
ছদ্মবেশ আলাদা হলেও এখানেও সেই একই স্বর্ণ-লোভাতুরের দল
ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদের চিহ্নফলক এখানেও পাওয়া যাবে
আমাদের ঢেকে আছে একই দুঃখের রজনী
একই সূর্যোদয়ের কামনা আমাদের বুকে
এখানেও প্রত্যেকটি চোখ একই লক্ষ্যসন্ধানে ফেরে
চীনের পদাঙ্ক যেন বিপ্লবের রক্তশতদল
যৌবনের সমস্ত উন্মুক্ত পথই আজ সুরভিত।

১৩

নতুন যুগকে আমি দীপান্বিত করব আমার লেখায়
কাব্য আর গানের জগৎ আনন্দে ভ'রে তুলব আমি

যুদ্ধের অগ্নিশিখার হাত থেকে বাঁচাব আমি জীবনের হাসি
পৃথিবীর পায়ের নিচে নুইয়ে দেব আমি আকাশের মাথা
আমি গঙ্গার তরঙ্গবীণার তালে তাল দিয়ে রক্তিম সূর্যোদয়ের গান গাইব
ইয়াংসির হে আমার প্রিয়তম তরঙ্গরাশি!
তোমাদের বাণী আমার কাছে পৌঁছে গেছে।
সুপ্রভাত, সুপ্রভাত হে তরঙ্গরাশি! হে তরঙ্গরাশি–সুপ্রভাত!

(উর্দু থেকে অনুবাদ)

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥